যুগান্তর

তারিখ ... 9 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে চরম দলাদলি

মূল কারণ রাজনৈতিক আর ভিসির সঙ্গে সরকারপন্থীদের দ্বন্দ্ব

মুসতাক আহমদ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি চরমে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শীর্ষ প্রশাসনিক ব্যক্তি 'ভিসি'র সঙ্গে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের দূরত্বকে কেন্দ্র করে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, মূলত হালুয়া-রুটির ভাগাভাগির দ্বন্দ্বই এর মূল কারণ। তবে ভিসিদের প্রশাসন পরিচালনায় স্বেচ্ছাচারিতা, একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থ লুটপাট ইত্যাদি দ্বন্দ্বকে দারুণভাবে উসকে দিয়েছে। অবস্থা এমনই আকার ধারণ করেছে যে, পরিস্থিতি অস্থিরতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এসব দ্বন্দ্ব আর ফাসাদের জের ধরেই মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৩৪টি। এরমধ্যে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই কমবেশি সমস্যা রয়েছে। তবে সবচেয়ে উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আর বিশেষায়িত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) অবস্থা আরও বিস্ফোরণোন্মুখ।

সংসদে পাস করা আইনের বলে চলছে প্রত্যেকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বড় চারটি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া প্রত্যেকটির জন্য এক একটি পৃথক আইন রয়েছে। এসব

দলাদলি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

দলাদলি : শিক্ষকদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত। আর বড় চারটি তো স্বাধীনতার দিক থেকে চরম পর্যায়ে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অবমূল্যায়ন হলেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সরকার যদি আইনের যুগোপযোগিতা বা আধুনিকায়নে উদ্যোগ নেয়, তা হলে রাজপথেও নামতে কুণ্ঠাবোধ করেন না ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বিশেষ করে বড় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি। সর্বশেষ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সরকার বড় চারটি বিশ্ববিদ্যালয় যে আইনের বলে চলে, সেই ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন এবং আমব্রেলা অ্যাক্ট প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলে শিক্ষকরা ফোঁসে ফেটে পড়েন। সংবাদ সম্মেলন করে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সেই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই বর্তমানে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। অথচ তারা সেই আইনের বাস্তবায়ন বেমালুম ভুলে গেছেন। আবার আইনটির গণতান্ত্রিক দিকের কথা বলে তারা গর্ববোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নির্বাচনে এ আইনের মর্যাদা উচ্চকিত করার কথা বলে ভোট চেয়ে থাকেন। কিন্তু সেই আইনের লংঘন চলছে লাগামহীনভাবে।

বড় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দলাদলির মূল কারণ রাজনৈতিক। আর সরকারপন্থীদের মধ্যে হালুয়া-রুটির ভাগাভাগির বাইরে ভিসির স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রশাসন পরিচালনা একনায়কতান্ত্রিক আচরণ অন্যতম। সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় দলীয় কারণে তারা বিরোধও করতে পারছিলেন না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই দ্বন্দ্বের কারণে নানা নির্মম ঘটনা ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সর্বশেষ রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট নির্বাচনে সরকারপন্থীদের নজিরবিহীন ভরাডুবি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ঘটনা ঘটে। এর বাইরে অনেক সময়ে শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত আক্রান্ত হন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে ছাত্রলীগের একাংশকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। আরেক অংশকে মদদ দেয়ায় তারা এতই লাগামহীন হয়েছিল যে, এক ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করে তারা। সরকারপন্থী শিক্ষকরা ভিসিদের এসব আচরণের জবাব দিতে নানা ফাঁক-ফোকর খোঁজেন। শেষ পর্যন্ত তারা এর উপযুক্ত সুযোগ বের করে ভিসিদের অনিবার্যভাবে দায়িত্ব পালনের ইস্যুতে। এই ইস্যুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিবিরোধী অবস্থান পাকা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের একটি প্রক্রিয়া চলছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তো এক ছাত্রের জীবন বিসর্জন আর প্রকাশ্য আন্দোলনের মাধ্যমে ভিসির পতন ঘটে। বুয়েটে শিক্ষকরা এক দফা আন্দোলন শেষে ফের আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর বাউবিতেও প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়।

ভিসিদের নানা অপকর্মসহ বিভিন্ন ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্য বরাবরই নীরব। নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল পর্যায়ে এব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বারবার যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের ভয়ে প্রকাশিত তারা। এর বাইরে শিক্ষক ও ছাত্র আন্দোলনকেও ভয় পেয়ে থাকেন তারা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চলমান অবস্থায় যে তারা একেবারে নিশ্চুপ, তা নয়। ১২ মে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে নিয়ে মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করেন। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ-পরিস্থিতি জানতে চান। তা ছাড়া চলমান অবস্থায় তিনি উদ্বেগও প্রকাশ করেন। কিন্তু ভিসি নিজেদের অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপারটি উপেক্ষা করে যান। এর বাইরে অস্থিরতা আর শিক্ষকদের আন্দোলন-সংগ্রাম সম্পর্কে তারা যুদ্ধাপরাধী বিচার বাধাগ্রস্ত আর বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের কাণ্ড বলে দাবি করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিশেষ করে নির্বাচিত ভিসির ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সিন্ডিকেটের বাইরে কথা বলতে পারেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে ঠিক কখন ও কেন দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তার দিনক্ষণ ও বিষয়বস্তু জানা যায়নি। তবে দ্বন্দ্বের পক্ষ আর প্রতিপক্ষ ছিলেন শীর্ষ তিন কর্তাব্যক্তি। একদিকে ছিলেন ভিসি। আরেকদিকে ছিলেন প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীন প্রকৌশল বিভাগে প্রোভিসির ছেলেকে নিয়োগকে কেন্দ্র করে ভিসির সঙ্গে প্রোভিসির দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়ে যায়। অভিযোগ করা হয়, ভিসিপন্থী জনৈক শিক্ষক প্রোভিসির ছেলের নিয়োগে কম যোগ্যতার প্রশ্ন উত্থাপন করে নিয়োগে বাদ সাধেন। এরপর তা নানা প্রক্রিয়ায় সিন্ডিকেট পর্যন্ত গড়ায়। সেখানেও ভিসি প্রোভিসির ছেলেকে বাদ দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এভাবে ভিসি ও প্রোভিসির মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভিসির সঙ্গে কোষাধ্যক্ষের দ্বন্দ্ব এতদিন কেউ জানতেন না। প্রশ্ন উঠেছে, কোষাধ্যক্ষ কেনই বা পদত্যাগ করলেন। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করে সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি ভিসি কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলেন।

ওই দুই কর্তাব্যক্তির পদত্যাগের আগে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ঘটনা ঘটে। সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ কর্তৃক ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আজামস আরেফিন সিদ্দিক। সাময়িক সময়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও তিনি সাড়ে ৩ বছর দায়িত্ব পালন করছেন। নিয়োগপত্রে শর্ত ছিল অল্পসময়ের মধ্যে সিনেটে প্যানেল নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয় আইনে একজন নির্বাচিত ভিসি ৪ বছর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। প্রশ্ন উঠেছে, সাময়িক সময়ের জন্য নিয়োগ পেলে তা পূর্ণকালীন সময়ের সমান হতে পারে কিনা। এ প্রশ্নেই সরকারপন্থী সিনেট সদস্যরা সোচ্চার হন। চলতি মাসে তাদের নির্বাচিত সময়ের মেয়াদ শেষ হবে। এ কারণে তারা চাচ্ছিলেন সিনেটে ভিসি প্যানেলে শেষবারের মতো ভোটাভুটিতে অংশ নেবেন। এজন্য তারা ভিসি প্যানেল নির্বাচনও দাবি করেন। কিন্তু ভিসি তা উপেক্ষা করেন। তা ছাড়া তার বিরুদ্ধে সাদা দলের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলা এবং এর বিনিময়স্বরূপ বিগত নির্বাচনে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক সদরুল আমিনের তিন ব্যাচারিতে নির্বাচন না দেয়া, সিন্ডিকেট নির্বাচনে এককভাবে প্যানেল নির্বাচন ও তাতে ৫টি পদই হারানোর মতো ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিসির সঙ্গে বাকি দুই কর্তাব্যক্তির দূরত্ব বেড়ে যায়। নানা টানাপোড়েন শেষে তারা শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করলেন মঙ্গলবার। বুধবারই তাদের স্থলে নতুনদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জানা গেছে, বিদায়ী প্রোভিসি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ প্রায় সাড়ে ৩শ' নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেন। এরা সবাই দলীয় ফোরামে ভোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

অন্য তিনটির অবস্থা : রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিসিদের সঙ্গে দলীয় শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব চরমে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিপত্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে ভিসিরা পৃথক বলয় সৃষ্টি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আর এই ফাঁকে আওয়ামী লীগ-বামপন্থী পুরনো দলীয় শিক্ষকরা ভিসির থেকে দূরে সরে গেছেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভিসিদের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতিসহ নানা অপকর্মের অভিযোগ করছেন শিক্ষকরা। জানা গেছে, ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়েও সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিদের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা সিনেট নির্বাচনের দাবি করছেন। কিন্তু কেউই নির্বাচন দেয়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন না। শিক্ষকদের অনেকেই মনে করেন, ভিসি প্যানেল নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ভয় করছেন চারজনই। আর নিয়োগপত্র ও আইনের মারপ্যাঁচে তারা তিন বছরের বেশি সময় পার করে দিয়েছেন নির্বাচিত ভিসিদের মতোই। প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি নিয়োগ পান। বর্তমান ভিসির আগে আর কেউই এমনভাবে অনির্বাচিত হিসেবে সময় পার করেননি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও বর্তমান সরকার আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত। সেখানে সর্বশেষ সিনেট নির্বাচন হয় ১৯৯৮ সালে